গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সামাজিক নিরাপত্তা অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

বিষয়: সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির দ্বাদশ সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম
সভার তারিখ	:	২৭ মে ২০১৮
সময়	:	বেলা ১১.০০ ঘটিকা
সভার স্থান	:	মন্ত্রিপরিষদ কক্ষ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: **পরিশিষ্ট-ক** সংযুক্ত ।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর তিনি সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভা পরিচালনা করার জন্য সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কে অনুরোধ করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার জনাব এন এম জিয়াউল আলম পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আলোচ্যসূচিসমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচি-১: একাদশ সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ:

২। সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার জানান বিগত সভার কার্যবিবরণী ইতঃপূর্বে মন্ত্রণালয়/বিভাগসসমূহে প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া, টেবিলে উপস্থাপিত ফোল্ডারেও উক্ত কার্যবিবরণীর একটি কপি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। এ কার্যবিবরণীর বিষয়ে কোন মতামত বা সংশোধনী প্রস্তাব থাকলে তা ব্যক্ত করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। কার্যবিবরণীর বিষয়ে কোন সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় একাদশ সভার কার্যবিবরণীটি দৃঢ়ীকরণ করা যেতে পারে মর্মে সকলে ঐকমত্য প্রকাশ করেন।

আলোচ্যসূচি-২: একাদশ সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:

৩। সভায় বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা হয়। পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির একটি বিবরণী উপস্থাপন করা হয়। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল পর্যালোচনার নিমিত্ত কর্মশালা আয়োজনের বিষয়ে বলা হয় কৌশলপত্রটি পর্যালোচনার নিমিত্ত একটি অন্তর্বর্তীকালীন মূল্যায়ন গবেষণা এসএসপিএস প্রোগ্রামের কারিগরি সহযোগিতায় জিইডি'র অধীনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। গবেষণার ফলাফল প্রাপ্তির পর পর্যালোচনা কর্মশালা আয়োজন করা যেতে পারে। সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার জানান গত সভায় অনুমোদিত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনার মুদ্রণ সম্পন্ন হয়েছে যার কপি সকলের ফোল্ডারে সরবরাহ করা হয়েছে। এসএসপিএস প্রোগ্রামের কারিগরি সহযোগিতায় সিআরভিএস-এর ওপর সকল সচিবের জন্য গত ১০ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। থিমেটিক ক্লাস্টার সভার বিষয়ে তিনি জানান অধিকাংশ ক্লাস্টারের সভার কার্যবিবরণী পাওয়া যায়নি। ক্লাস্টার সমন্বয়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের প্রতিনিধি জানান তাঁরা সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়ে সভা আয়োজন করছেন তবে তা নিয়মিতভাবে দুমাস অন্তর করা সম্ভব হচ্ছে না। সভা অনুষ্ঠানের বিষয়টি দুই মাসের পরিবর্তে তিন মাস অন্তর করা যেতে পারে মর্মে অধিকাংশ সদস্য মতামত পেশ করেন। ক্ষুদ্রঋণ সংক্রান্ত উপ-কমিটির ধারণাপত্রের আলোকে পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়ে সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় জানান এ বিষয়ে একটি নীতিমালা প্রণয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব জানান যে

সামাজিক বিমা কর্মসূচি সংক্রান্ত একটি গবেষণা তার বিভাগ কর্তৃক সম্পন্ন করার কথা, কিন্তু একই ধরনের গবেষণা শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় পরিচালনা করবে বিধায় জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, যা নিরসনে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি একটি দিকনির্দেশনা প্রদান করতে পারে। সভাপতি সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-কে বিষয়টি নিয়ে আন্তমন্ত্রণালয় সভার আয়োজন করে নিষ্পত্তি করার পরামর্শ প্রদান করেন।

৪। সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার তাঁর উপস্থাপনায় জানান কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক গঠিত উপকমিটি তাঁর সভাপতিত্বে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস) বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পন্ন করেছে, যা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির ১১তম সভায় অনুমোদিত হয়। কর্মপরিকল্পনার মুদ্রণ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করার জন্য গত সভায় নির্দেশনা ছিল। মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্য প্রধান অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। যথাশীঘ্র সম্ভব এ সংক্রান্ত একটি অনুষ্ঠান আয়োজনের বিষয়ে একটি প্রোগ্রাম লিফ সভায় উপস্থাপন করা হয়। প্রোগ্রাম লিফে বর্ণিত জুন মাস জাতীয় বাজেট পাশের বিষয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর ব্যস্ততাহেতু আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনটি জুলাই মাসে করা যেতে পারে বলে সভাপতি মহোদয় মত প্রকাশ করলে সকলে বিষয়টি সমর্থন করেন। জুলাই মাসে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের সুবিধাজনক সময় ও তারিখে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে মর্মে সভায় ঐকমত্য প্রকাশ করা হয়। সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার-কে এ বিষয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সদয় সম্মতি গ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করা হয়।

আলোচ্যসূচি ৪-সামাজিক নিরাপত্তার খসড়া জেন্ডার পলিসি অনুমোদন:

৫। সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার তাঁর উপস্থাপনায় উল্লেখ করেন সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (NSSS)-এর রূপকল্প হচ্ছে অন্তর্ভুক্তিমূলক (inclusive) সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিনির্মাণ করা যার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হয়। সুতরাং অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে নারী এবং মেয়ে শিশুদেরকে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। রূপকল্প অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম এমনভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে যাতে তা রাষ্ট্রের জন্য বোঝা হয়ে না দাঁড়ায়; বরং তা যাতে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখে।

৬। এনএসএসএস -এর অধীনে জেন্ডার বিষয়ক একটি সহায়ক নীতিমালা বা গাইডলাইন প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে এনএসএসএস কর্মপরিকল্পনায় জেন্ডার নীতিমালার একটি রূপরেখা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে একটি জেন্ডার ডায়াগনস্টিক স্টাডি সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এই গবেষণার আলোকে জেন্ডার পলিসির খসড়া নিয়ে উচ্চ-পর্যায়ে ডায়লগ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রিপরিষদ সচিব, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য (সিনিয়র সচিব), এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব, উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা, উন্নয়ন সহযোগী এবং এনজিও প্রতিনিধিগণ এতে উপস্থিত ছিলেন। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় খসড়া পলিসি রিভিউ করেছেন। উচ্চ পর্যায়ের ডায়লগ এই জেন্ডার পলিসি-কে কতিপয় সংশোধনী সাপেক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির পরবর্তী সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের সুপারিশ করে। উল্লেখ্য, SDG, সপ্তম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনা, এবং নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১ ইত্যাদির সঙ্গে নীতিমালাটি সমন্বয় করা হয়েছে। এটি এনএসএসএস -এর আওতায় জেন্ডার-ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিস্তারিত দিকনির্দেশনা প্রদান করবে।

৭। তিনি বলেন নীতিমালার খসড়াটি নোটিশের সংলগ্নী হিসাবে আগেই সকল মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। খসড়ার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। সদস্যগণ খসড়ার বিষয়ে নীতিগত সম্মতি প্রকাশ করেন। তবে এ নীতিমালা বা গাইডলাইনের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট মতামত থাকলে তা আগামী ১৫ দিনের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করার জন্য সভাপতি সকলকে অনুরোধ করেন। উক্ত সময়ের মধ্যে মতামত পাওয়া না গেলে এ বিষয়ে তাঁদের সম্মতি রয়েছে মর্মে বিবেচিত হবে। সসস্যগণ বলেন খসড়াটি বাংলায় প্রণয়ন করা সমীচীন হবে। সভাপতি খসড়াটি চূড়ান্ত হলে তা অনতিবিলম্বে বাংলায় রূপান্তর করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

আলোচ্যসূচি ৫- এনএসএসএস কর্মপরিকল্পনা সাবকমিটির কার্যপরিধি সংস্কারঃ

৮। এনএসএসএস কর্মপরিকল্পনা সাব-কমিটির মূল দায়িত্ব ছিল এনএসএসএস-এর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা। ইতোমধ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে। এ পর্যায়ে উক্ত উপকমিটির দায়িত্ব পরিবর্তন করে কয়েকটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন, যেমন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কাজে সহযোগিতা প্রদান, বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ এবং কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদকরণ। এ প্রেক্ষাপটে উপকমিটির কর্মপরিধি সংশোধন করা প্রয়োজন বিবেচনায় সভায় এবং একটি প্রজ্ঞাপনের খসড়া উপস্থাপন করা হয়। সদস্যগণ সর্সম্মতিক্রমে খসড়াটি অনুমোদন করেন।

আলোচ্যসূচি ৬-সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভাগীয়, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের কমিটি গঠন/পুনর্গঠনঃ

৯। মাঠ পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের নিমিত্তে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দু'টি কমিটি বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল এবং সংশ্লিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের পর উক্ত কমিটি দু'টির কার্যক্রম ও গঠন সময়োপযোগী করা প্রয়োজন মর্মে সামাজিক নিরাপত্তা ফোকাল পয়েন্ট সমন্বয় সভায় জানানো হয় যে বিভাগীয় পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত এ ধরণের কোন কমিটি নেই। ফোকাল পয়েন্ট সমন্বয় সভায় বিভাগীয় পর্যায়েও একটি কমিটি গঠনের সুপারিশ করেছে। সে মতে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা সামাজিক নিরাপত্তা কমিটি গঠন / পুনর্গঠন বিষয়ে প্রজ্ঞাপনের তিনটি খসড়া উপস্থাপন করা হয়। বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এবং ইউএনওদের জন্য আয়োজিত এনএসএসএস সম্পর্কে দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত অবহিতকরণ কর্মশালার সুপারিশসমূহ কমিটি গঠন সংক্রান্ত খসড়া প্রণয়নে বিবেচনা করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়।

১০। খসড়া তিনটির ওপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। সচিব, সমাজকল্যাণ বলেন সামাজিক নিরাপত্তার কার্যক্রমসমূহ সমন্বয়ের দায়িত্ব সমাজ সেবা অধিদপ্তরের ওপর অর্পিত করার বিষয়ে এনএসএসএস -এ সুপারিশ রয়েছে। সুতরাং মাঠপর্যায়ের কমিটিসমূহের সদস্য সচিবের দায়িত্ব সমাজ সেবা কর্মকর্তাদের ওপর ন্যস্ত হতে পারে। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় তাঁর প্রস্তাব সমর্থন করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে কমিটিসমূহের সদস্য সচিবের বিষয়ে সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। উল্লিখিত সংশোধন সাপেক্ষে খসড়া তিনটি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচি ৭- পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (M&E) ফ্রেমওয়ার্ক এবং সিঙ্গেল রেজিস্ট্রি

১১। সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার তাঁর উপস্থাপনায় উল্লেখ করেন, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নের উল্লেখযোগ্য দু'টি বিষয় হচ্ছে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (M&E) ফ্রেমওয়ার্ক এবং সুবিধাভোগীদের সিঙ্গেল রেজিস্ট্রি MIS প্রণয়ন। এ বিষয়ের সঙ্গে একাধিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট।

১২। এনএসএসএস কর্মপরিকল্পনায় M&E-র একটি ফ্রেমওয়ার্ক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর খসড়া নিয়ে উচ্চ-পর্যায়ের ডায়লগ অনুষ্ঠিত হয়েছে যেখানে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য (সিনিয়র সচিব) প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। এনএসএসএস M&E কাঠামো ও প্রতিবেদন চূড়ান্ত করার জন্য জিইডির নেতৃত্বে একটি কমিটি কাজ করবে, যেখানে কেবিনেট ডিভিশন, অর্থ মন্ত্রণালয়, আইএমইডি ও এসআইডি / বিবিএস সদস্য থাকবেন। এই কমিটি কর্মসম্পাদন শেষে তাদের প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটিতে প্রেরণ করবেন। সিঙ্গেল রেজিস্ট্রি ও NSSS সঙ্ক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাও জিইডির নেতৃত্বে পরিচালিত হবে যা কর্মসম্পাদন শেষে প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটিতে প্রেরণ করবেন। উল্লেখ্য এসকল সংস্কারমূলক কাজ সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় / বিভাগগুলোর জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নের দায়িত্বের আওতাভুক্ত।

১৩। সিঙ্গেল রেজিস্ট্রি MIS সম্পর্কে সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার জানান বিষয়টি সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য অপরিহার্য। সিঙ্গেল রেজিস্ট্রি MIS-এর জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সুবিধাভোগীর Household ডাটাবেজ। পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এ বিষয়ে কাজ করছে। তাঁদের কাজ সম্পন্ন না

হওয়ায় সিঙ্গেল রেজিস্ট্রি MIS তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না। পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব সভায় অবহিত করেন যে এ বিষয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ৪২টি জেলার তথ্য ইতোমধ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে, এবং ১৮টি জেলার তথ্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। তবে Household ডাটাবেজ প্রণয়ন কাজ শেষ করতে কিছুটা সময় প্রয়োজন হবে। সভাপতি জিজ্ঞাসা করেন ডাটাবেজ প্রণয়নে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ-এর জনবলের স্বল্পতা বা অন্য কোনরকম সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে কি না। উক্ত বিভাগের প্রতিনিধি জানান তাঁদের এ ধরনের কোন সমস্যা নেই। এ প্রকল্পটি তিনটি পর্বে শেষ হওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে; দুটি পর্বের কাজ শেষ হয়েছে, বাকি পর্বের কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হবে এবং প্রকল্পটি ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে শেষ হবে মর্মে তিনি জানান। সভাপতি বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণের জন্য পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগকে অনুরোধ করেন।

১৪। প্রসঙ্গক্রমে অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ জানান তাঁরা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের সুবিধাভোগীদের ভাতা প্রদান কাজ G2P ভিত্তিতে সরাসরি সরকারি হিসাব থেকে সুবিধাভোগীর হিসাবে হস্তান্তর করার কাজ শুরু করেছেন। এ জন্য মন্ত্রণালয়সমূহ তাঁদের নিজস্ব MIS প্রস্তুত করলেও তা নির্দিষ্ট ফরম্যাট মেনে তৈরি করা হয় নি। অনেক ক্ষেত্রে MIS ভেন্ডারের সার্ভারে সংরক্ষিত রয়েছে। কিন্তু সরকারি নিয়মানুযায়ী এগুলো বিসিসি'র সার্ভারে সংরক্ষণ করার জন্য সকল মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধ করেন। সদস্যগণ তাঁর প্রস্তাবে সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

আলোচ্যসূচি ৮- বিষয়ভিত্তিক ক্লাস্টারসমূহের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণঃ

১৫। সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নে সমন্বয় কার্যক্রম আরও কার্যকর ও গতিশীল করার নিমিত্ত এনএসএসএস- এর সুপারিশের ভিত্তিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সমন্বয়ে পাঁচটি বিষয়ভিত্তিক ক্লাস্টার গঠন করা। সমন্বয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তার বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের নির্দেশনা রয়েছে। সভাপতি সকলকে নিয়মিত এ সভা আয়োজনের অনুরোধ করেন। সামাজিক বিমা ক্লাস্টারে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। থিমেটিক ক্লাস্টারের সভা দুই মাসের পরিবর্তে তিন মাস অন্তর অনুষ্ঠানের বিষয়ে সকলে ঐকমত্য প্রকাশ করেন।

আলোচ্যসূচি ৯- বিবিধঃ

১৬। সভায় অবহিত করা হয় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সামাজিক নিরাপত্তা ফোকাল পয়েন্ট রয়েছে। তাঁদের তালিকা হালনাগাদকরণের জন্য সকল মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে। যে সকল মন্ত্রণালয় ফোকাল পয়েন্টগণের মনোনয়ন এখনও প্রেরণ করেন নি তাঁদের অনতিবিলম্বে ফোকাল পয়েন্টের মনোনয়ন প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়। সভায় বিগত ফোকাল পয়েন্ট সমন্বয় সভার সুপারিশসমূহ অবহিত করা হয়।

১৭। সভায় বলা হয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের মন্ত্রণালয় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা তাঁদের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)-তে প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজন। বিষয়টি সমন্বয়ের নিমিত্ত APA রিভিউ সভায় এনএসএসএস কর্মপরিকল্পনা বিবেচিত হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করা হচ্ছে। সুতরাং মন্ত্রণালয়সমূহের APA প্রণয়নের সময় এনএসএসএস কর্মপরিকল্পনা বিবেচনায় রাখার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

১৮। **সিদ্ধান্ত:**

বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

(১) গত ১০ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির একাদশ সভার কার্যবিবরণী সর্মসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হল;

(২) জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল শীর্ষক দলিল পর্যালোচনার জন্য একদিন ব্যাপী একটি কর্মশালা আয়োজনের লক্ষ্যে এনএসএসএস -এর Mid-Term Review এ বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এসএসপিএস প্রোগ্রামকে অনুরোধ করা হল;

(৩) জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা আনুষ্ঠানিকভাবে Launching-এর জন্য উপস্থাপিত খসড়া কর্মসূচি অনুমোদিত হল। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগক্রমে তাঁর প্রধান অতিথি হিসাবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সদয় সম্মতি গ্রহণ এবং জুলাই মাসে তাঁর সুবিধা অনুযায়ী অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(৪) জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের আওতায় প্রণীত 'সামাজিক নিরাপত্তা জেন্ডার বিষয়ক নীতিমালার' খসড়া কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদন করা হল। শর্তসমূহ হচ্ছে- আগামী ১৫ দিনের মধ্যে প্রাপ্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত খসড়ায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে; এবং চূড়ান্ত খসড়াটি বাংলায় রূপান্তর করতে হবে।

(৫) জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা উপকমিটির সংশোধনের জন্য উপস্থাপিত প্রজ্ঞাপনের খসড়া অনুমোদন করা হল।

(৬) সামাজিক নিরাপত্তার থিমেটিক ক্লাস্টারসমূহের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য ক্লাস্টার সমন্বয়ক মন্ত্রণালয়সমূহকে নিয়মিত সভা আয়োজনপূর্বক সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল। প্রতি দুই মাস অন্তর সভা আহবানের পরিবর্তে প্রতি তিন মাসে অন্ততঃ একটি সভা আয়োজন করতে হবে। সামাজিক বিমা ক্লাস্টারে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ছাড়াও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। উল্লিখিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে থিমেটিক ক্লাস্টার সংস্কারের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপন সংশোধন করা হবে।

৭) সামাজিক বিমা কর্মসূচি সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনায় উদ্ভূত জটিলতা নিরসনের জন্য সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এই বিষয়টি নিয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আয়োজন করে নিষ্পত্তি করবেন।

(৮ সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা কমিটি যথাক্রমে DivMC, DMC এবং UMC গঠন সংক্রান্ত উপস্থাপিত প্রজ্ঞাপন তিনটি অনুমোদন করা হল। তবে কমিটিসমূহের সদস্য সচিব হিসাবে সমাজ সেবা বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে দায়িত্ব প্রদান করে প্রজ্ঞাপনসমূহ সংশোধন করা হবে।

(৯) সামাজিক নিরাপত্তার সুবিধাভোগীদের Household Database প্রণয়ন কাজ অগ্রাধিকারভিত্তিতে দ্রুত সমাপ্ত করার জন্য পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগকে অনুরোধ করা হল। নিজস্ব MIS প্রস্তুতের সময় সরকার অনুমোদিত নির্দিষ্ট ফরম্যাট অনুসরণ এবং ডাটাবেজসমূহ বিসিসি'র সার্ভারে সংরক্ষণ করার জন্য সকল মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হল।

(১০) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহকে অনুরোধ করা হল।

১৯। পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত করেন।

৩১.৫.১৮

(মোহাম্মদ শফিউল আলম)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব